যায়যায়দিন

12 FEB 2008

স্বপ্নের আমেরিকার দিকে পা বাড়ানোর আগে অঙ্কের হিসাবটা মিলিয়ে নিতে হবে

অর্থাৎ মিস ফার আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কোর্সের ফার্স্ট ইয়ারের যে কোনো বিষয়ে পড়াশোনা করার আমেরিকান সুবিধার কথা বলেন। তিনি আরো মনে করেন, আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলো শিক্ষা উপকরণের দিক দিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ, সেখানে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও বেশি। প্রচুর সংখ্যক স্কলারশিপ ও আর্থিক বৃত্তির সুবিধাও রয়েছে সেখানে।

বার্কশায়ারের ওয়েলিংটন কলেজের শিক্ষক অ্যান্টনি সেভন জানান, এ বছর তার প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ১০ ভাগের মতো ছেলেমেয়ে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোতে ভর্তির আবেদন করেছে। তিনি বলেন, আমি মনে করি বৃটিশ ইউনিভার্সিটিগুলো এ সুবিধাটি খুব সহজে দীর্ঘদিন ধরে পেয়ে আসছে যে, ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা তাদের এখানে ভর্তি হওয়ার জন্য লাইন দিতো। আর এখনকার অবস্থাটিও বৃটিশ ইউনিভার্সিটিগুলোর জন্য ভালো, কারণ এখন ভালো ছাত্রছাত্রী টানার জন্য এখন তাদের বেশ প্রতিযোগিতা করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে তাদের চেষ্টাও বাড়বে। আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোর অফার অনেক লোভনীয় যেটা বৃটিশ ইউনিভার্সিটিগুলোর নেই। যেমন– অনেক বিস্তৃত পাঠক্রম, সার্বিক অর্জনের স্বীকৃতির ব্যাপক ব্যবস্থা ও এক্সট্রা কারিকুলাম কার্যক্রমের ব্যাপকতা। তাছাড়া তাদের ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতও অনেক ভালো।

ভিকি টাক একাট লোডস কলেজের প্রিন্সিপাল। তিনি বলেন, এ বছর তার এক ডজনেরও বেশি ছাত্রী আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোতে ভর্তির আবেদন করেছে। তিনি জানান, গত দুই কি তিন বছর ধরে এ সংখ্যা বাড়ছে। অনেক ছাত্রীই আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোতে ভর্তি হতে পারাকে নিজের জীবনের সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ানোর উপায় হিসেবে দেখছে। মিসেস ভিকি আরো বলেন, প্রচুর পরিমাণে জনসেবামূলক দান পাওয়ার কারণে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোর তহবিলের অবস্থা খুব ভালো, অনুদানের পরিমাণও বিস্ময়কর। আমি পোল্যান্ডের একজন শিক্ষার্থীর কথা জানি, যে কেমব্রিজ এবং ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনলজিতে (এমআইটি) প্লেসমেন্ট পেয়েছিল। এমআইটিতে যে প্রচুর আর্থিক বৃত্তির সুবিধা আছে তা কেমব্রিজে সে পেতো না। তাই শেষ পর্যন্ত সে আমেরিকাতেই পাড়ি জমায়।

মিসেস ভিকির মতে, এ রকম প্রতিযোগিতার কারণে অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ তাদের সেরা প্রার্থীদের হারাতে শুরু করেছে। তিনি বলেন, যারা সর্বোত্তম সুবিধা চায় তারা আটলান্টিকের ওপারে চলে যাচ্ছে, কারণ এখানে তারা এটা পাচ্ছে না।

যে কোনো বৃটিশ ইউনিভার্সিটি থেকে একজন শিক্ষার্থী যখন গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে তখন সে গড়ে ৩০ হাজার পাউন্ড দেনায় থাকে। কিন্তু সেরাদের সেরা মেধাবীরা একটি আমেরিকান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় বের হতে পারে। কারণ আইভি লিগ ইউনিভার্সিটিগুলোর কর্তাব্যক্তিরা এ কথা চিন্তা করেন না, শিক্ষার্থী টিউশন ফি পরিশোধ করতে পারবেন কি না। এর বিপরীতে তারা সারা বিশ্ব থেকে সেরা শিক্ষার্থীদের এখানে নিয়ে আসতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, খরচের চিন্তা তাদের কাছে বাতুলতা মাত্র।

অর্থের চিন্তা ছাড়া তারা খুব সহজেই এটা করতে পারেন, কারণ এসব ইউনিভার্সিটির সাবেক ছাত্রদের দানের মাধ্যমে তাদের তহবিলের অবস্থা খুব ভালো। যেমন ধরুন, আমরা যদি হার্ভার্ডের কথা বলি এ ইউনিভার্সিটির তহবিলের পরিমাণ ৩৫ বিলিয়ন ডলার (১৭.৬ বিলিয়ন পাউন্ড), যা কি না সব বৃটিশ ইউনিভার্সিটির মোট তহবিলের চেয়েও বেশি।

আইভি লিগ ও বৃটেনের ইউনিভার্সিটিগুলোর প্রধান তুলনামূলক বিষয় :

- আমেরিকান আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কোর্সের মেয়াদ চার বছর যেখানে বৃটেনে এ কোর্সের মেয়াদ তিন বছর।
- আমেরিকায় আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে এক বছরে সেমিস্টার দুটি। ফলে বছরের মাঝামাঝি, আগস্টের শেষে শিক্ষার্থীরা কলেজ পরিবর্তন করতে পারে।
- বৃটিশ শিক্ষার্থীরা 'এ' লেভেল পাস করে SAT 1 পরীক্ষা দিয়ে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে আবেদন করতে পারে।
- ল, মেডিসিন ও আর্কিটেকচারে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোতে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কোর্স নেই। এখানে এসব বিষয়ে শুধু গ্র্যাজুয়েশন করা যায়।

আবেদনের সময়সূচি

আইভি লিগসহ সব আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি প্রক্রিয়ার সময়সূচি এক নয়। তবুও মোটা দাগে একটা গড়পড়তা সময়সূচি হচ্ছে–

- ডিসেম্বরের শেষ ভাগ : ইউনিভার্সিটিগুলোতে ভর্তির জন্য আবেদন করার সময়। আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়াকে প্রচলিত ভাষায় *প্লেসমেন্ট* পাওয়া বলা হয়।
- ফেব্রুয়ারির শেষ ভাগ : আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করার সময়।
- এপ্রিল : ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করার সময়।
- মে : উত্তীর্ণ প্রার্থীদের এ সময়ের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।
- আগস্টের শেষ ভাগ : শিক্ষাবর্ষ শুরু।

তারকাখ্যাতি সম্পন্ন, নোবেল জয়ী প্রফেসররা থাকার পরও বিশ্বের প্রধান ইউনিভার্সিটিগুলোকে এখন ছাত্র সংগ্রহের জন্য প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে দেশ ও দেশের বাইরে। যারা নিজেদের জীবনবৃত্তান্তে ব্যতিক্রমী কিছু যোগ করতে চায় সেই শিক্ষার্থীদের জন্য এখন অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের বিকল্প হচ্ছে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলো, যেগুলো ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে ওপরের দিকে রয়েছে। বৃটিশ শিক্ষার্থীদের স্রোতও এখন আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছে স্কলারশিপের জন্য, এমনকি আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কম পরিচিত ইউনিভার্সিটিগুলোতেও যাচ্ছে তারা।

সাত বছর আগের একটি ঘটনা বৃটিশ অভিভাবক ও স্কুলগুলোকে আমেরিকার উচ্চ শিক্ষা সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। এ লেভেলে পাচটি বিষয়ে এ গ্রেড থাকার পরও লরা স্পেন্স নামে এক ছাত্রীর মেডিসিনে ভর্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করে অক্সফোর্ডের ম্যাগডালেন কলেজ। কিন্তু ঠিকই লরা সুযোগ পেয়ে যায় হার্ভার্ডে। তখন থেকে আইভি লিগের প্রতিনিধিরা নিয়মিত আসা-যাওয়া করছেন বৃটেনের স্কুলগুলোতে, লক্ষ্য ছাত্র সংগ্রহ করা। কিন্তু যখন আটলান্টিক পাড়ি দেয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে, তখনো এ সুযোগটা কেবল বিত্তবান এবং আমেরিকায় যাদের আত্মীয়-স্বজন, পরিচিতজন আছে তাদের মধ্যেই সীমিত থাকছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। অথচ আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোর রয়েছে প্রচুর আর্থিক বৃত্তি কর্মসূচি, কোর্সের মেয়াদও এখানে বৃটেনের চেয়ে এক বছর বেশি। এতো কিছুর পরও, এমনকি টিউশন ফিতে অনেক ডিসকাউন্ট সুবিধা পাওয়ার পরও আমেরিকার স্বপ্ন খুব সস্তায় ধরা দিচ্ছে না সবার কাছে।

প্রথম সারির আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলো যেমন হার্ভার্ড ও ইয়েল, জাতীয়তা নির্বিশেষে 'নিডস-ব্লাইন্ড' ভর্তির সুযোগ দেয়, যাতে করে আর্থিকভাবে অসচ্ছল দরিদ্র পরিবার থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত না হয়। কিন্তু সমস্যা আরো তৃণমূল পর্যায়ে। দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা প্রায় ক্ষেত্রেই আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হয় না। এর একটা বড় কারণ এই যে, এ ধরনের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই অপেক্ষাকৃত কম মানসম্পন্ন স্কুলগুলোতে পড়াশোনা করে। কারণ এসব স্কুলে খরচ কম। বিপরীতে খরচ অনেক বেশি হওয়ার পরও মধ্য আয়ের আমেরিকান অভিভাবকরা শত কষ্টের মধ্যেও সন্তানদের ভালো স্কুলে পাঠাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে বৃটেনের কম পরিচিত স্কুলগুলোর (যেগুলো অধিকাংশই স্টেট পর্যায়ে) ছাত্রছাত্রীরা আমেরিকান সুবিধা নিতে পারছে না। ভালো রেজাল্টের কারণে লন্ডনসহ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শহরকেন্দ্রিক স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীরা যেটা সহজেই পাচ্ছে।

অবশ্য ইয়েল ইউনিভার্সিটি সম্প্রতি বৃটেনের স্টেট পর্যায়ের স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আসতে বিশেষ কর্মসূচি নিয়েছে। এ বছর এখানে ভর্তি হওয়া প্রতি সাতজন বৃটিশ শিক্ষার্থীর দুজনই ছিল এ রকম স্কুল থেকে আসা। কিন্তু এ সুযোগটাও তাদের নাগালেই থাকছে যারা ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে।

এসব কারণে যারা আইভি লিগের প্রতি খুব একটা আগ্রহী নন তারাও এসব ইউনিভার্সিটির সুযোগ-সুবিধার ধরন দেখে অবাক হবেন। সবচেয়ে ছোট যে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি, যেটি বৃটিশদের চোখেও 'পিক্কি', সেখানেও শিক্ষার্থীদের জন্য তিনটি সুইমিং পুল আছে। ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন স্টাইলের হলের বদলে এখানকার আবাসিক ছাত্ররা বাহারি অ্যাপার্টমেন্টে থাকে।

এটা সম্ভব হচ্ছে অ্যালামনাইদের কাছ থেকে পাওয়া প্রচুর দানের সুবাদে গড়ে ওঠা বিশাল তহবিলের সুবাদে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকেও তহবিলে অর্থ আসছে। বিশেষ করে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এ রাষ্ট্রীয় সুবিধা পাচ্ছে, যার ফলে তারাও শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের খুশি রাখতে পারছে। কিন্তু আটলান্টিকের এপারের বৃটিশ ইউনিভার্সিটির পক্ষে এসব সুবিধা দেয়া সম্ভব নয় যদি না তারা শিক্ষার্থীদের পকেটে হাত দেয়।

তাই সব দেশের বিদেশে পড়াশোনা প্রত্যাশী শিক্ষার্থীদের প্রধান গন্তব্যস্থল এখন আমেরিকা। এ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছে। বৃটেন জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে এখনো দ্বিতীয় অবস্থানে। আমেরিকার উচ্চ শিক্ষা কাঠামোর ব্যাপকতা ও দেশটির অসংখ্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমেরিকাকে এ ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে যদিও ওয়ান ইলেভেনের পর ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা এ সংখ্যাটা কিছুটা হলেও কমিয়ে এনেছে।

কিন্তু বৃটিশ ইউনিভার্সিটিগুলোকে এখন কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হচ্ছে। নিজের দেশের শিক্ষার্থীদের ধরে রাখা এবং বিদেশি শিক্ষার্থীদের নিয়ে আসা– এ প্রতিযোগিতা দুই তরফ থেকেই।